আজকাল

ইন্টারনেট সংস্করণ www.aajkaal.in

৪ আষাঢ় ১৪২২ শুক্রবার ১৯ জুন ২০১৫ কলকাতা সংস্করণ ৪.০০ টাকা

মোট ১২ পাতা

অটোমেটেড ইরিগেশন সিস্টেম 'জেনকম'-এর আবিষ্কর্তা মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির পাঁচ ছাত্রের হাতে টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টস ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০১৫-র ফার্স্ট রানার্স-আপ পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আবদুল কালাম।

মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউটের আবিষ্কারের সুফল চাষীদের

আজকালের প্রতিবেদন: প্রতিদিন ভারতের প্রায় ৫ কোটি কৃষিজীবী মানুষকে ভোররাতে ৩-৪ ঘণ্টা হেঁটে জমিতে গিয়ে ইরিগেশন পাম্প চালানোর কাজটা করতে হয়। শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সর্বশেষ এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ঠিক এই কারণেই ৫০% কৃষিজীবী মানুষ সাপের কামড় খান। এমআইটি-এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী, অদক্ষ জলসেচের কারণে প্রায় ৪০% জল অপচয় হয়। অন্যদিকে, আইএসিপি-র এক সমীক্ষা বলছে, ভারতে দরকার মতো জলসেচ করা হয় মাত্র ৩৫% ক্ষেত্রে। শুরুতেই এই কয়েকটি সমীক্ষার রিপোর্ট দাখিল করার কারণ হল, এই পশ্চিমবঙ্গেরই একটি নামী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির পাঁচ ছাত্র— সুমন বসাক, অনীক দত্ত, সৌরভ সিনহা, প্রিয়াঙ্কিৎ কুমার ঘোষ এবং মোস্তাফা কামাল মল্লিক, ভারতের কৃষকদের ওপরে লেখা সমস্যাগুলি সমাধানে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেলেছে। এদের আবিষ্কৃত যন্ত্রটির নাম 'জেনকম'। চীনা ভাষায় 'জেন' শব্দের অর্থ জল এবং ইংরেজিতে 'কম' শব্দটি কমিউনিকেশনের সংক্ষিপ্তরূপ। এই যন্ত্রের সাহায্যে কৃষকরা বাড়িতে বসেই মোবাইলের সাহায্যে তাঁদের জমিতে লাগানো জলসেচের যন্ত্রটি চালু বা বন্ধ করতে পারবেন। শুধু তা-ই নয়, চালু করার পর বন্ধ করতে ভুলে গেলেও সমস্যা নেই। জমিতে জলের স্তর যথাযথ মাত্রায় পৌঁছলেই জেনকমের মাধ্যমে পাম্প জল তোলা বন্ধ করে দেবে। এখানেই শেষ নয়। পরিবেশ-পরিস্থিতি বিচার করে জেনকম নিজে থেকেই একজন কৃষককে জানিয়ে দেবে কোন সময় তাঁর জমিতে জলসেচ করা দরকার, কতটুকু জল প্রয়োজন, এমনতরো নানা তথ্য। মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির পাঁচ ছাত্রের এই আবিষ্কার তাদের এনে দিয়েছে টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টস ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০১৫ প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট রানার্স-আপের পুরস্কার। পুরস্কারমূল্য বাবদ ৫ হাজার ডলার প্রাপ্তির কথা ছেড়েই দিন, বাংলার সোনার ছেলেদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আবদুল কালাম। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের এমডি সত্যম রায়চৌধুরি টিম জেনকমের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। তিনি জানালেন, 'এই প্রজেক্টের অংশীদার প্রতিটি সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন। লেখাপড়ার পাশাপাশি এই ধরনের গবেষণাধর্মী কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের গ্রুপের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে উৎসাহিত করা হয়। এই সাফল্য তারই প্রতিফলন।' মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রিন্সিপাল প্রফেসর ড. তীর্থঙ্কর দত্তও তাঁর কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের প্রশংসায় মুখর।